بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় কানাডার জামাতও পৃথিবীর অন্যান্য অনেক জামাতের মত নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা আর বিশ্বস্ততায় অগ্রগামী জামাতগুলোর একটি।

এক সময় আমাদের পক্ষ থেকে এই চেষ্টা হতো যে, কোন ভাবে পত্র-পত্রিকায় আমাদের সংবাদ বা উল্লেখ এসে গেলে জামাতও পরিচিত হবে এবং ইসলামেরও পরিচিত হওয়ার সুযোগ আসবে। কিন্তু পত্র-পত্রিকা বা প্রচার মাধ্যম খুব একটা গুরুত্ব দিতো না। আর এবার অবস্থা এমন ছিল যে, প্রচার মাধ্যমের লোকেরা আমাদের পিছনে পড়ে/লেগে থাকতো যে, আমাদের সময় দাও, আমরা জামাতে আহমদীয়ার ইমামের সাক্ষাৎকার নেব।

কানাডার কল্যাণময় সফরের ঈমান উদ্দিপক ঘটনাবলীর বর্ণনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ ফযল লন্ডন হতে প্রদত্ত ১৮ই নভেম্বর ২০১৬-এর জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আপনাদের সবারই জানা আছে যে, সম্প্রতি আমি কানাডা সফরে ছিলাম। প্রায় ৬ সপ্তাহ দীর্ঘ প্রোগ্রাম ছিল এটি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই সফর সকল অর্থে কল্যাণময় প্রমাণিত হয়েছে, জামাতী অনুষ্ঠানমালার দৃষ্টিকোণ থেকেও আর অ-আহমদীদের সাথে বিভিন্ন প্রোগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকেও। কানাডার জলসা সালানার পর সেখানকার জলসার প্রেক্ষাপটে মানুষের অভিব্যক্তি এবং প্রশাসনিক কথাবার্তা আর খোদার কৃপাবারির প্রেক্ষাপটে খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতার কথা আমি সেখানেই পরবর্তী খুতবায় উল্লেখ করেছিলাম। আজ অন্যান্য ব্যস্ততা এবং অপরাপর যেসব প্রোগ্রাম হয়েছে সেগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করব।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় কানাডার জামাতও পৃথিবীর অন্যান্য অনেক জামাতের মত নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা আর বিশ্বস্ততায় অগ্রগামী জামাতগুলোর একটি। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সেখানকার যুবক যুবতীরা জামাতী কাজের জন্য প্রতিযোগিতামূলক চেতনায় সমৃদ্ধ, বিশেষ করে প্রচার মাধ্যম এবং প্রেস ও মিডিয়ার ক্ষেত্রে যুবকরা অনেক কাজ করেছে এবং ব্যাপক পরিসরে জামাতকে পরিচিত করার চেষ্টা করেছে। আর তাদের এই প্রচেষ্টাকে খোদা তা'লা ফলপ্রদও করেছেন। আসল কথা হলো এটি বিশেষভাবে খোদার ফযল বা কৃপায় হয়েছে। এরা তো শুধু স্পর্শ করেছে বা হাত লাগিয়েছে আর খোদা তাতে অশেষ বরকত সৃষ্টি করেছেন। বরং এই কর্মী বা ছেলেরা নিজেরাই স্বীকার করে যে, আমরা প্রত্যাশাতীত সাড়া পেয়েছি।

এক সময় আমাদের পক্ষ থেকে এই চেষ্টা হতো যে, কোন ভাবে পত্র-পত্রিকায় আমাদের সংবাদ বা উল্লেখ এসে গেলে জামাতও পরিচিত হবে এবং ইসলামেরও পরিচিত হওয়ার সুযোগ আসবে। কিন্তু পত্র-পত্রিকা বা প্রচার মাধ্যম খুব একটা গুরুত্ব দিতো না। আর এবার অবস্থা এমন ছিল যে, প্রচার মাধ্যমের লোকেরা আমাদের পিছনে পড়ে/লেগে থাকতো যে, আমাদের সময় দাও, আমরা জামাতে আহমদীয়ার ইমামের সাক্ষাৎকার নেব, তাঁর সাথে কথা বলতে চাই।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেখানে তিনটি নতুন মসজিদ নির্মিত হয়েছে, তন্মধ্যে দুটি মসজিদে এমন অনুষ্ঠান হয়েছে যেখানে অ-আহমদীদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এছাড়া সংসদেও একটি অনুষ্ঠান হয়েছে। আর ইয়োর্ক বিশ্ববিদ্যালয়েও তাদের সামনে বক্তৃতা করার সুযোগ হয়েছে। সেইসাথে টরেন্টো এবং ক্যালগেরিতে পীস সিম্পোযিয়াম বা শান্তি সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল যেখানে অ-মুসলিমদের সামনে ইসলামী শিক্ষা তুলে

ধরার সুযোগ হয়েছে। খোদা তা'লার কৃপায় সর্বত্র মানুষ ইসলামী শিক্ষার সৌন্দর্যের কথা অকপটে স্বীকার করেছে। প্রথমে আমি সংক্ষিপ্তভাবে টরেন্টোর মিডিয়া কভারেজের কথা উল্লেখ করছি। টরেন্টোতে তিনটি ইন্টারভিউ ছাড়াও ইউনিভার্সিটি বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান রয়েছে যার কথা তো পরে আসবে। সেখানে তিনটি সাক্ষাৎকার বা ইন্টারভিউ হয়েছে যার একটি ছিল গ্লোবাল নিউয টরেন্টো-র সাথে, কানাডার এক প্রসিদ্ধ সংবাদ নেটওয়ার্ক এটি। পরে এই ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয়েছে, আর প্রায় তিন লক্ষ মানুষ তা দেখেছে। এছাড়া এই রিপোর্ট হস্তগত হওয়া পর্যন্ত প্রায় এক লক্ষ মানুষ অনলাইনে বা ইন্টারনেটেও এটি দেখেছে। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকার নিয়েছে সেখানকার জাতিয় নিউয চ্যানেল সিবিসি। তাদের একজন খ্যাতনামা সাংবাদিক এবং চীফ করেসপন্ডেন্ট পিটার্স ম্যান ব্রিজ এই ইন্টারভিউ নিয়েছেন। ইন্টারভিউ পূর্বেই নেওয়া হয়েছিল কিন্তু দুই সপ্তাহ পর তারা এটি প্রচার করেছে, আর প্রায় আধা ঘন্টার সাক্ষাৎকার ছিল যা জাতিয় টেলিভিশনে দেখানো হয়েছে। অনুরূপভাবে গ্লোব এন্ড মেইল, একটি জাতিয় পত্রিকা, এটি বিস্তারিত সংবাদ ছেপেছে। এছাড়া ইউটিউব চ্যানেলেও এটি এসেছে। এর মাধ্যমেও প্রায় এক মিলিয়ন বা দশ লক্ষ মানুষ আমাদের সংবাদ পেয়েছে।

এখন আমি পরবর্তী প্রোগ্রামের উল্লেখ করছি। জলসার পর প্রথম অনুষ্ঠান অটোয়া-তে হয়েছে, যা কানাডার রাজধানী। সেখানকার কানাডার সংসদে এই অনুষ্ঠান হয়েছে। সেখানে দিনব্যাপী প্রোগ্রাম ছিল, ব্যস্ততা ছিল, বিভিন্ন মানুষের সাথেমেলামেশা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর সাথে পৃথক সাক্ষাৎ হয়েছে, এছাড়া আরো কয়েকজন মন্ত্রীর সাথেও সাক্ষাৎ হয়েছে। খুব সুন্দর পরিবেশ ছিল, আর জামাতের সাথে তারা যে সবসময় সহযোগিতা করে আসছে এর জন্য আমি তাদের কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেছি।

এরপর সংসদ ভবনের একটি হলে যে অনুষ্ঠান হয়েছে সেখানে কানাডিয়ান সরকারের ছয়জন মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন, ৫৭ জন জাতীয় সংসদের সদস্য এবং ১১ জন বিভিন্ন দেশের দূত উপস্থিত ছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী এবং লিবিয়ান দূতাবাসের প্রতিনিধিরা যোগদান করেন, এন্টারিও প্রদেশের মন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন এবং ত্রিশের অধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেন যাদের মাঝে চীফ অব স্টাফ এবং মন্ত্রীরাও অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া ইভেঞ্জেলিকাল ফেলোশিপের ডাইরেক্টর, কানাডা রেড ক্রসের যোগাযোগ বিভাগের প্রধান, আর.সি.এম.পি-র এসিস্ট্যান্ট কমিশনার, অটোয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং কার্লটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিছু ডীন এবং ভাইস প্রেসিডেন্টও উপস্থিত ছিলেন। কানাডিয়ান কাউন্সিল ফর মুসলিম-এর ডাইরেক্টর, মার্কিন সরকারের বিভিন্ন প্রতিনিধি, থিঙ্ক ট্যাঙ্কের কতিপয় সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। এক কথায় যারা নিজেদেরকে দুনিয়ার হর্তাকর্তা বা নীতিনির্ধারক মনে করে এটি তাদের একটি ভালো জমায়েত ছিল সেখানে। ইসলামী শিক্ষার আলোকে সেখানে বক্তব্য রাখার সুযোগ হয়েছে। অনুরূপভাবে তাদের যে আচার-আচরণ এবং মানুষ যে দ্বৈততা বা ডুয়েলিটি প্রদর্শন করে তাও আমি তাদের সামনে স্পষ্ট করেছি এবং বলেছি যে, তোমরা শুধু মুসলমানদের দোষারোপ করো না বরং নিজেদের কর্মের প্রতিও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি দাও। আর তোমাদের কারণেই অনেক সময় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নৈরাজ্য মাথাচাড়া দিয়েছে। যাহোক এর পর মানুষের যে ইম্প্রেশান এবং অভিব্যক্তি ছিল তা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

সংসদ সদস্য ডিসেগ্রো সাহেব বলেন, জামাতে আহমদীয়ার ইমামের এই বক্তব্য আমরা কিভাবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এড়াতে পারি সেই সংক্রান্ত নসীহতে পরিপূর্ণ ছিল। এতে এটি স্পষ্ট ছিল যে, এই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও পরিশ্রমের প্রয়োজন রয়েছে। তিনি আরো বলেন, এই সংসদে যে বার্ত দেওয়া হয়েছে তা সারা পৃথিবীতে প্রচার করা প্রয়োজন।

আরেকজন সাংসদ হলেন, কেভিন ওয়ান সাহেব। তিনি বলেন, খলীফা সংক্ষিপ্ত ভাষায় অনেক বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন। আমি এই কথায় বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছি যে, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম তাঁর বক্তৃতায় কুরআনের বহু আয়াত উপস্থাপন করেছেন। এটি আমার মত ব্যক্তি যার ধর্মীয় জ্ঞান খুবই স্বল্প তার জন্য

খুবই সুখকর বিষয় ছিল। এতে আমার জ্ঞানও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সবাই নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে উপসংহার টেনেছেন এবং মন্তব্যও করেছেন। অনুরূপভাবে ইসরাইলী দূতও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন শান্তির জন্য এটি এক গুরুত্বপূর্ণ বাণী ছিল। আর পৃথিবীর সব ধর্মের কিভাবে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত তা তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেন, আজ ইসলাম সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন

এসেছে এবং এর গুরুত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বক্তৃতা যত বেশি সম্ভব ছাপিয়ে মানুষের মাঝে প্রচার করা উচিত। মানুষ যদি এই বাণীর অনুসরণ করে তাহলে পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়াবহ সমস্যারও সমাধান করা সম্ভব। এই বক্তৃতায় সহনশীলতার দিকটি আমার খুবই ভালো লেগেছে, আর এদিকটিও যে, সব মানুষের অধিকার প্রদান করা উচিত, সে মুসলমান হোক বা ইহূদী, সবার অধিকার আদায় করা উচিত।

অনুরূপভাবে আরেকজন সাংসদ নিকোলা ডি অরিও ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি বা ভাবাবেগ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, খুবই উন্নত বক্তৃতা ছিল যাতে বর্তমান বিশ্বের সকল সমস্যা সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি ধর্মীয় পটভূমিতে পৃথিবীতে বিরাজমান সমস্যাবলীর ওপর আলোকপাত করেছেন। জামাতে আহমদীয়াও একটি অসাধারণ জামাত, আর বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের জন্য এটি একটি অনুকরণীয়/আদর্শ স্থানীয় সংগঠন। এছাড়া খলীফা এদিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, ধর্মীয় বিষয়ে আমাদের সহনশীল হওয়া উচিত। বক্তৃতা শোনার পর আমার মতামত হলো এর চেয়ে উত্তম কোন বক্তৃতা আমি শুনেছি বলে আমার মনে পড়ে না। সারা পৃথিবী যেসব সমস্যার সম্মুখীন তিনি সেগুলোর ওপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আমি যারপরনাই আনন্দিত যে, এখানে শান্তি সম্পর্কে আলোচনাকারী এক ব্যক্তির কথা শোনার সুযোগ হয়েছে।

জার্মান দূত ওয়ার্নার ওয়েন্ট বলেন, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম ভবিষ্যতের চিত্র অঙ্কন করেছেন। তাঁর বক্তৃতা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, ইসলাম একটি শান্তিপূর্ণ ও শান্তিপ্রিয় ধর্ম, আর আমরা সবাই ইউরোপে আগমনকারীদের সাথে সম্মিলিতভাবে বসবাস করতে পারি। বক্তৃতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আমাদের সবার পৃথিবীর কল্যাণের জন্য চেষ্টা করা উচিত, আর এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, মানুষ যেন স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের সুযোগ পায়।

পার্লামেন্ট হিলের অনুষ্ঠানের যে মিডিয়া কাভারেজ হয়েছে এক্ষেত্রে প্রধানত প্রধান মন্ত্রী তার টুইট একাউন্টে লিখেছেন যে, আজ অটোয়ায় জামাতে আহমদীয়ার খলীফা মির্যা মাসরূর আহমদ-এর সাথে সাক্ষতে খুবই আনন্দিত হয়েছি, একই সাথে তিনি নিজের ছবিও তাতে দিয়েছেন আর এরপর এটি রিটুইটও হতে থাকে। একইভাবে পত্র-পত্রিকায় এই পুরো অনুষ্ঠানের সংবাদ যেভাবে প্রচারিত হয়েছে এর ফলে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রায় সাড়ে চার মিলিয়ন অর্থাৎ ৪৫ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত এ সংবাদ পৌঁছেছে।

অনুরূপভাবে টরেন্টোর ইওয়ানে তাহেরে একটি শান্তি সম্মেলন হয়েছে, সেখানে ৬১৪ জন অ-আহমদী এবং অমুসলিম এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন যাদের মাঝে বিভিন্ন অঞ্চলের মেয়র, কাউন্সিলর, পত্র-পত্রিকার সাংবাদিক, ডাক্তার, প্রফেসর, শিক্ষক, আইনবিদ; এক কথায় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিল।

প্রেসবিটেরিয়ান গীর্জার পাদ্রি পীস সিম্পোযিয়াম বা শান্তি সম্মেলনের বক্তৃতা শোনার পর বলেন, আজ জামাতে আহমদীয়ার ইমামের বক্তৃতা আমাকে গভীরভাবে আন্দোলিত করেছে। কেননা এটি শান্তি, ভালোবাসা এবং আশার এক বাণী ছিল যা রং, বর্ণ বা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গন্ডিতে সীমাবদ্ধ নয় বরং এ বক্তৃতায় সারা পৃথিবীর জন্য শান্তির বাণী ছিল। এ বক্তৃতার গুরুত্ব হলো, পৃথিবীতে অনেক ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে এবং ভয়-ভীতি ছেয়ে আছে কিন্তু আজকের বক্তৃতায় এটি স্পষ্ট ছিল যে, আমাদের মাঝে সমমূল্যবোধ বেশি আর মতভেদ সংক্রান্ত বিষয়াদি অনেক কম। এটি অনেক বড় একটি শুভ সংবাদ যার প্রতি মানুষের কর্ণপাত করা উচিত।

আরেকজন অতিথির নাম হলো, গ্রেগ কেনেডি, তার বোন অতি সম্প্রতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, আজ আমি আমার বোনের সাথে এখানে এসেছি। অতি সম্প্রতি আমার এ বোন ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

আমাদের উদ্দেশ্য ছিল এটি দেখা যে, জামাতে আহমদীয়ার শিক্ষা কী। আর জামাতে আহমদীয়ার ইমামের বাণী শুনে আমার আনন্দের সীমা নেই যে, আমার বোন এমন স্নেহশীল, সহযোগী ও মানব সেবক লোকদের দলে যোগ দিয়েছে। যে সব কথা আমি আজ শিখেছি তাতে আমি খুবই আনন্দিত।

অনুরূপভাবে আরেক ব্যক্তি যিনি সংসদের অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলেন তিনি হলেন নাইল এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আল হালাওয়াজী। তিনি বলেন, আজকের বাণী খুবই স্পষ্ট ছিল যে, আমাদের সবার ভালোবাসার সাথে সহাবস্থান করা উচিত এবং কাউকে ঘৃণা করা উচিত নয়। আমরা যদি পরস্পরকে ঘৃণাই করতে থাকি তাহলে কখনো শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

তিনি বলেন, সংসদে আমি যখন জামাতে আহমদীয়ার ইমামের বক্তৃতা শুনলাম তখন আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, সংসদে এসে কোন মুসলমান নেতা এভাবে বক্তৃতা করতে পারে! ভয়ের কোন চিহ্ন তাঁর মাঝে ছিল না, অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তিনি নিজের বক্তৃতা করেছেন আর সবার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, এটিই ইসলামের সত্য এবং সঠিক বাণী, যে যুদ্ধ হচ্ছে আসলে কিছু মানুষ এর পিছনে রয়েছে যারা এ থেকে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করছে।

হুজুর (আইঃ) বলেন, এরপর তৃতীয় অনুষ্ঠান হয়েছে ইয়োর্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইয়োর্ক বিশ্ববিদ্যালয় কানাডার বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর একটি। এতে ১১টি অনুষদ রয়েছে, আর মূল ক্যাম্পাসে ৫৩ হাজারের অধিক ছাত্র পড়াশোনা করছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা ৭ হাজারের অধিক। এখন পর্যন্ত ৩ লক্ষের মত ছাত্র এখান থেকে পড়াশোনা শেষ করেছে। আমি চ্যানসেলরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেছেন, ইয়োর্ক বিশ্ববিদ্যালয় কানাডার তৃতীয় বৃহত্তম ইউনিভার্সিটি। এক ছাত্রী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, তার নাম সেরেল ক্র্যাস। তিনি বলেন, এটি খুবই সুন্দর এক উপলক্ষ্য ছিল যাতে আমরা ইসলামের কিছু সত্যিকার শিক্ষা সম্বন্ধে অবগত হয়েছি। ইসলাম সম্পর্কে এখন আমার কিছুটা জ্ঞান লাভ হয়েছে।

এরপর আমরা সিস্কাটন গিয়েছিলাম, সেখানেও সংবাদ সম্মেলন হয়েছে, জামাতী অনুষ্ঠান ছিল সেখানে। যদিও অ-আহমদীদের সাথে কোন অনুষ্ঠান ছিল না কিন্তু প্রচার মাধ্যমের সুবাদে, রেডিও, টেলিভিশন এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে মোটের ওপর ১.৭৮ মিলিয়ন অথবা প্রায় ১৮ লক্ষ মানুষ জমাতের সংবাদ পেয়েছেন। এরপর রেজাইনায় মসজিদে মাহমুদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল, সেখানেও জুমুআর পর সন্ধ্যায় মসজিদের উদ্বোধনের প্রেক্ষাপটে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। দুই শতাধিক অতিথি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সিস্কাটনের প্রধান মন্ত্রী, উপ-প্রধান মন্ত্রী, রেজাইনা শহরের মেয়র, গণ নিরাপত্তা মন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতা, পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন শহরের বর্তমান এবং সাবেক মেয়র, সিস্কাটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, রেজাইনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম শিক্ষা বিভাগের প্রধান, অধ্যাপক, পাদ্রী, পুলিশ প্রধান এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

রেজাইনা মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বক্তৃতা শোনার পর বিশ্বধর্ম বিষয়ের এক অধ্যাপক বলেন, খুবই তত্ত্বজ্ঞান সম্বলিত এবং আকর্ষনীয় বক্তৃতা ছিল, এটি সেসব বক্তৃতা থেকে স্বতন্ত্র ছিল যা আমি ওয়ার্ল্ড রিলিজিওন শাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে অন্যত্র শুনেছি।

সিস্কাটনের বিরোধীদলীয় নেতা ট্রেন্ট ওয়েদাস্পুন বলেন, আজকের এই গণজমায়েত খুবই সুন্দর এক জমায়েত ছিল। জামাতে আহমদীয়ার ইমামের বাণী অত্যন্ত জোরালো ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল যাতে আমাদের বিভিন্ন ধর্মের মাঝে সমমূল্যবোধগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আমাদেরকে বলা হয়েছে আহমদীরা মানবতাকে প্রাধান্য দেয়ার পক্ষে। জামাতে আহমদীয়ার ইমামের বাণীআমরা নিজেদের জন্য যা পছন্দ করি অন্যদের জন্যও তা পছন্দ করা উচিত, আমাদের সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরো বলেন, এটি পারস্পরিক সহনশীলতা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার বাণী ছিল। তিনি সেই সব মূল্যবোধকে চিহ্নিত করেছেন যা আমাদের সবার মেনে চলার চেষ্টা করা উচিত। এ মূল্যবোধ শুধু আমাদের শহর রেজাইনা বা আমাদের প্রদেশ সিস্কাটনকে শক্তিশালী করার জন্যই নয়

বরং আমাদের দেশ এবং পুরো বিশ্বকে শক্তিশালী করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

রেজাইনায় অভ্যর্থনা এবং মসজিদের উদ্বোধনের পর প্রচার মাধ্যমে যে কভারেজ হয়েছে সেক্ষেত্রে টেলিভিশন এবং পত্র-পত্রিকার সাংবাদিকদের সাথে সাংবাদিক সম্মেলনও হয়েছে আর বিভিন্ন ব্যক্তিগত সাক্ষাতকারও হয়েছে। টেলিভিশন, রেডিও এবং পত্র-পত্রিকার প্রায় ছয়-সাতটি প্রচার মাধ্যমের প্রতিনিধিরা ছিল। রেজাইনা মসজিদের উদ্বোধন এবং সংবাদ সম্মেলনের কল্যাণে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তার মাধ্যমে ১.৯৭ মিলিয়ন বা ১৯ লক্ষ ৭০ হাজার মানুষ পর্যন্ত ইসলামের বাণী পৌঁছেছে। লায়েড মিনিস্টারে বায়তুল আমান মসজিদের উদ্বোধন হয়েছে। রেজাইনার পর ছোট্ট একটি জায়গা এটি আর বেশির ভাগ তেল ব্যবসায়ীরা সেখানে গিয়ে থাকে। ৪৯ অ-আহমদী অতিথি সেই অভ্যর্থনায় যোগ দেন যাদের মাঝে সিস্কাটন লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলির সদস্যরা, সাবেক সাংসদ, নব নির্বাচিত মেয়র, পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলার মেয়র, ডিপুটি মেয়র, কাউন্সিলর, অধ্যাপক, সাংবাদিক এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

সাবেক প্রতিরক্ষা এবং অভিবাসন মন্ত্রী জেসন ক্যানি সাহেবও সেখানে উপস্থিত ছিলেন যার সাথে আমাদের জামাতের অনেক পুরোনো সম্পর্ক, আর আমার সাথেও তার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। তিনি বলেন, জামাতে আহমদীয়া একটি ছোট জামাত কিন্তু তারা উৎসাহ ও প্রতিযোগিতামূলক ভাবে কাজ করার মাধ্যমে ইসলামের উজ্জ্বল অবয়ব বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরছে। তিনি আরো বলেন, আজকের বক্তৃতায় জামাতে আহমদীয়ার ইমাম সেই সমস্ত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর খন্ডন করেছেন যা মানুষের হৃদয়ে ইসলাম ও মসজিদ সম্পর্কে দানা বাঁধতে পরে।

অনুষ্ঠানে যোগদানকারী একজন অতিথি হলেন জন গোরমিলে সাহেব। তিনি রেডিও-তে একটি অনুষ্ঠানের সঞ্চলকও বটে। তিনি বলেন, মসজিদের ভূমিকার প্রেক্ষাপটে খলীফা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, মসজিদ শুধু ইবাদতের জন্যই নয় বরং বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠির সমবেত হওয়ার স্থান এটি। এ দৃষ্টিকোন থেকে জামাতে আহমদীয়া অনেক কাজ করছে। যখন কোন সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে তখন জামাতে আহমদীয়াই সর্বপ্রথম পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় করা এবং বিভিন্ন ধর্মকে একই প্লাটফর্মে সমবেত করার চেষ্টা করে। তিনি বলেন, খলীফা আমাদেরকে এই বাণীও দিয়েছেন যে, স্বদেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ এবং এটি ইসলামী শিক্ষা। জামাতে আহমদীয়ার সদস্যরা সমাজের সাথে মিলেমিশে অবস্থান করে। যেখানেই তারা বসবাস করে সেখানে সমাজের মূল ধারার সাথে মিলেমিশে যায় এবং বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠির মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় করার চেষ্টা করে। এরপর ক্যালগেরী গিয়েছিলাম। সেখানে বড় জামাত রয়েছে, শহরও বড় আর আমাদের মসজিদও অনেক বড় এবং সুন্দর। ১১ই নভেম্বর জুমুআর পর সেখানে শান্তি সম্মেলন ছিল যাতে প্রায় ৬৪৪ জন অতিথি যোগদান করেন। এসব অতিথির মাঝে কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন যিনি মাত্র কয়েক মাস পূর্বেও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, এখন ক্ষমতা নতুন প্রধানমন্ত্রীর হাতে। সেইসাথে আলবার্টার মানব সেবার সাথে সম্পর্কযুক্ত মন্ত্রী, ক্যালগেরীর সাবেক এবং বর্তমান মেয়র, সাবেক মন্ত্রী জেসন কেনী যার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে, ক্যালগেরী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন এবং ভাইস চ্যান্সেলর, পার্শ্ববর্তী কিছু এলাকার মেয়র এবং ডেপুটি মেয়র, রেডডিয়ার কলেজের প্রেসিডেন্ট, লেজিসলেটিভ এসেম্বলির সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন পেশার সাথে সম্পর্কযুক্ত মানুষ এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। প্রায় ছয় শতাধিক মানুষের উপস্থিতি ছিল।

কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হারপারও এখানে নিজের দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, আমি জামাতে আহমদীয়ার ইমামকে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করতে শুনেছি। তিনি সব সময় ইসলামের শান্তিপূর্ণ বাণী পৃথিবীতে প্রচার করে আসছেন। আমার বক্তৃতার পর তিনি তার মন্তব্যে আরো বলেন, আজ সন্ধ্যায়ও তিনি তাই করেছেন। এটি এক মহান বাণী ছিল আর এটি তাঁর জামাতের প্রতিটি সদস্যের অবস্থার প্রতিচ্ছবিও বটে। আমার মতে জামাতে আহমদীয়ার মন্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সবার তা শোনার প্রয়োজন রয়েছে। আজকের যুগে উগ্রপন্থী শ্রেণী ইসলামকে দুর্নাম করার জন্য উঠেপড়ে লেগে আছে আর সাধারণ মানুষ মনে করে যে,

এটিই প্রকৃত ইসলাম। তিনি বলেন, খলীফাতুল মসীহ্ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ইসলামের অর্থই হলো শান্তি, ইসলামের অর্থ হলো আল্লাহ্ এবং তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসা। জামাতে আহমদীয়ার ইমাম প্রায় সকল সমস্যা এবং পৃথিবীর অন্যান্য সমস্যা, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে খুবই প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোকপাত করেছেন। এটি খুবই কঠিন একটি বিষয় ছিল, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে এটিকে বিশ্লেষণ করেছেন। আমি সবাইকে এই পরামর্শই দিব যে, যদি তারা জামাতে আহমদীয়ার ইমামের বক্তৃতা না শুনে থাকে তাহলে তাদের অবশ্যই তা শোনা উচিত।

মোটের ওপর ক্যালগেরীতে যে ইন্টারভিউ এবং প্রেস কনফারেন্স বা সংবাদ সম্মেলন হয়েছে তার কল্যাণে ৫ মিলিয়ন অর্থাৎ ৫০ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত পয়গাম পৌঁছেছে। কানাডা সফরকালে মিডিয়া এবং প্রচার মাধ্যমে ইসলাম এবং জামাত সম্পর্কে মোটের ওপর যেই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তাতে ৩২টি টেলিভিশন চ্যানেল ৫টি ভাষায় সংবাদ প্রচার করেছে। আর এর মাধ্যমে প্রায় ৪০ মিলিয়ন মানুষ পর্যন্ত পয়গাম পৌঁছেছে। রেডিওতে মোটের ওপর ৬টি ভাষায় ৩০বার সংবাদ প্রচার হয়েছে আর এর মাধ্যমে প্রায় ৮ লক্ষ মানুষের কাছে পয়গাম পৌঁছেছে। পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রে মোট ২২৭টি পত্রিকায় ১২টি ভাষায় সংবাদ এবং সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছে এবং প্রায় ৪.৮মিলিয়ন মানুষ পর্যন্ত পয়গাম পৌঁছেছে। সোশাল মিডিয়া, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে প্রায় ১৪.৬ মিলিয়ন মানুষের কাছে পয়গাম পৌঁছেছে। এভাবে মোটের ওপর ধারণা অনুসারে সব মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে প্রায় ৬০ মিলিয়ন বা ৬ কোটির অধিক মানুষের কাছে পয়গাম পৌঁছেছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

অতএব এটি খোদার কৃপা আর খোদার এই কৃপাকে আমাদের মূল্যায়ন করা উচিত এবং এই ফসলকে ঘরে উঠানো উচিত। আর কানাডা জামাতের এদিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত যেন খোদার কৃপার মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, আমাদের প্রতিটি কাজে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের পয়গাম পৌঁছানোর উদ্দেশ্য অগ্রগণ্য হওয়া উচিত। পৃথিবীতে তৌহিদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। মহানবী (সা.)-এর পতাকাকে পৃথিবীতে উড্ডীন রাখা আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকা উচিত। যদি এটি হয় তাহলেই খোদা আমাদের প্রচেষ্টাকে কৃপাধন্য করবেন এবং কাজে বরকত দিবেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দিন। এখন আমি পীসভিলেজ এবং এবোর্ড অব পিসে বসবাসকারী আহমদী, সেখানে বসবাসকারীদের অধিকাংশ আহমদী প্রায় শতকরা ৯৯ বা এরও বেশি জনবসতী হবে যারা আহমদী, তাদেরকে বলব যে, নিজেদের আহমদী পরিবেশ সেখানে সৃষ্টি করুন এবং সেটিকে স্থায়ী রূপ দিন, চেষ্টা করুন যেন সঠিক ইসলামী আদর্শ আপনাদের মাধ্যমে ফুটে ওঠে বা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে আমার উপস্থিতিতে খিলাফতের প্রতি যে ভালোবাসা এবং নিষ্ঠা আপনারা প্রকাশ করেছেন পরবর্তীতেও সেটি যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং এ ক্ষেত্রে উন্নতি অব্যাহত থাকে। নিজেদের মূল উদ্দেশ্যকে ভুলে যাবেন না যে, খোদার সাথে আমাদের সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে আর তাঁর ইবাদতে আমাদের কখনো অলস হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে, আপনাদেরকে এবং আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন। (আমীন)

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba), Bangla 18th Nov, 2016

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B